দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18-DEC 1996
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

বই মেলা উদ্বোধন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। তৃতীয় ঢাকা বই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেন, সভ্যতার বিকাশ ও সমাজ প্রগতির ধারায় বইয়ের ভূমিকা অপরিসীম।

(২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

বই মেলার উদ্বোধন

(১ম পৃঃ পর)

বই জ্ঞান ও শিক্ষার বাহন। তিনি বলেন, ১০ বৎসরের মধ্যে আমরা দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছি। এই ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বিত্তবানদের ভূমিকাও কম নয়। তিনি সারাদেশে পাঠাগার আন্দোলন জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। গত রবিবার বিজয় স্মরণীসংলগ্ন মাঠে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের উদ্যোগে আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ১৭ দিনব্যাপী এই বই মেলার উদ্বোধন করা হয়। যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি সচিব আনিসুল হক চৌধুরী, গ্রন্থ কেন্দ্রের মহাপরিচালক ওসমান গণি বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী বেলুন উড়াইয়া মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য, দেশে ব্যাপকভাবে বই পড়ার অভ্যাস গড়িয়া উঠে নাই। শিক্ষাঙ্গনেও জ্ঞান চর্চার পরিবেশ ব্যাহত হইতেছে। ছাত্রদের হাতে কলম কাগজ ও বই তুলিয়া দিয়া অনুরোধ করিয়াছিলাম লেখাপড়া করে। কিন্তু লেখাপড়ার পরিবেশ নস্যাৎ করা হইয়াছে। দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ে নাই। সরকারীভাবে শিক্ষিতের হার ধরা হয় শতকরা ৩০ ভাগ। শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে পড়িয়া আছে।

তিনি বলেন, সরকার গঠন করার পর আমরা দারিদ্র্যকেই প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছি। দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষাই হইতেছে একমাত্র পথ। এই লক্ষ্যে ১০ বছরের মধ্যে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। অশিক্ষার অন্ধকার হইতে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করিতে হইলে সরকারের পাশাপাশি বিত্তবানদেরকেও আগাইয়া আসিতে হইবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের প্রকাশনা ও মুদ্রণ শিল্পের গুণগত মান বাড়িলেও সেই তুলনায় বইয়ের বিক্রয় ও বিপণনের উন্নয়ন ঘটে নাই। বইয়ের দাম তুলনামূলকভাবে বেশী হওয়ার কারণে তাহা নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে থাকিয়া যায়। তিনি বলেন, প্রকাশনা পরিপাট্যের পাশাপাশি অধিক সংখ্যক পাঠকের হাতে বই পৌঁছানোর দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে।

মেলা প্রতিদিন সকাল ১১টা হইতে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে। প্রবেশ মূল্য রাখা হইয়াছে জনপ্রতি ২ টাকা। প্রতিদিন দর্শকদের টিকিটের উপর লটারীর ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিনোদনের অংশ হিসাবে মেলায় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।